দৈনিক জনকণ্ঠ

183

তারিখ ... DEC 20 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২ ...

সফল সমাবর্তন অনুষ্ঠান

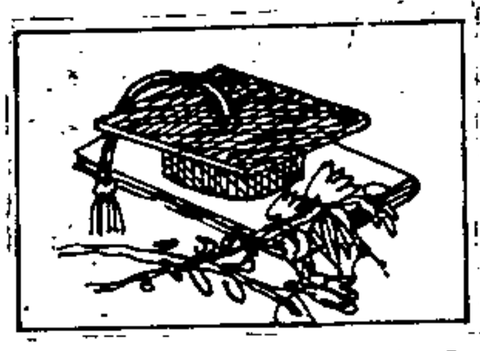

গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে পরিচিত এ সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ত্রিশ বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই দীর্ঘকাল পরের এ সমাবর্তনের জন্য ডিগ্রীধারীরা ছিলেন প্রতীক্ষায়। অবশেষে তাঁদের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। তাঁরা তাঁদের ডিগ্রী পেয়েছেন আনুষ্ঠানিকভাবে। এ সমাবর্তনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল'জ' ও নোবেল বিজয়ী বাঙালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা ছিল ৪০তম সমাবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয় সেজেছিল নতুন রূপে। রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এ উপলক্ষে গত শুক্রবারই ঢাকায় উপস্থিত হন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহ দূর করতে ছাত্রশিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। অমর্ত্য সেন তাঁর মূল সমাবর্তন বক্তব্য রাখেন বিকালের অধিবেশনে। তিনি বলেন, তর্ক করার ঐতিহ্য আমাদের সুপ্রাচীন। এর মাধ্যমে আলোচনার যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তার পিছনে এই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রচেষ্টা চালাবার আহ্বান জানান।

দুর্ভাগ্যজনক যে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা শেষমুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিরোধিতা করে কর্মসূচী দেয়। সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল ডাকে। হরতালের সমর্থনে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় গাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়। এ বিরোধিতা, এ হরতাল কর্মসূচীর কোন যুক্তি আছে কিনা সেটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেগম খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি চ্যান্সেলর হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে ডিগ্রী প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সেসময় তো কোন মহল থেকেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড করার উদ্যোগ দেখা যায়নি। রাজনৈতিক বিদ্বেষ থেকেই সবসময় সরকারবিরোধীরা হরতালসহ নানারকম কর্মসূচী দিচ্ছে। স্বাধীন দেশে যখন প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন সে-সমাবর্তনকে সফল করার উদ্যোগ গ্রহণের পরিবর্তে বিদ্বেষের যে-নজির স্থাপন করা হয়েছে তার নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই।

স্মরণ রাখা দরকার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই অবদান রাখেনি, অবদান রেখেছে ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ জাতির গৌরবসমুজ্জ্বল প্রতিটি অর্জনের ক্ষেত্রে। এ সব আন্দোলনে মূল্যবান অবদান রেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক-কর্মকর্তারা। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। ভুলে যাওয়া উচিত নয়; উচিত নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করা।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দিকে শুধু ডিগ্রীধারীরাই তাকিয়ে ছিল তা নয়। দেশের সকল শুভবুদ্ধির মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সমাবর্তনের দিকে। ডিগ্রীধারীদের মতো তারাও ছিল দারুণ প্রতীক্ষায়। অবশেষে সফলভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে জন্য অন্যান্যের মতো আমরাও আনন্দিত এবং গর্বিত। এত বছরের বাধার অচলায়তন ভেঙ্গে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার আনন্দ ও গৌরব যেন অম্লান থাকে সেটাই কাম্য। ভবিষ্যতে যেন অযৌক্তিক কর্মসূচী দিয়ে কোন মহল সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড করার অপপ্রচেষ্টা চালাতে না পারে সেদিকে সবাই লক্ষ্য রাখবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগের দিন ছাত্রদলের হরতাল কর্মসূচীর সমর্থনে নিয়োজিত কর্মীদের বিশৃঙ্খল তৎপরতায় পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ ছাত্রদল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা বলব যে, মিছিলে হামলা, অফিসে অফিসে হামলা, এগুলো অত্যন্ত বাড়াবাড়ি কাজ। এভাবে ঢালাও গ্রেফতার ও নির্যাতনও অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ-কথাটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত ছিল। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে তারা এ সব কথা সময়মতোই মনে করবে। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে, সমাবর্তন হলেই প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দিতেই হবে সেটা যেমন নিয়মে পরিণত হতে পারেনা, তেমনি ডিগ্রী দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেই তার বিরোধিতা করে তুমুল কাণ্ড সৃষ্টি করা হবে তাও ঠিক নয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন যে, এসব ডিগ্রী দেয়ার ব্যাপারে ছাত্রদের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। চমৎকার কথা। যদি ছাত্রদের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকার কি দরকার। তা তুলে দিলেই হয়। দুনিয়ার কোথাও কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের কথামতো কাউকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দিয়েছে, এমন কোন নজির কেউ দেখাতে পারবেন বলে মনে হয়না।